দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ: 08 MAY 2016
পৃষ্ঠা: ৬ কলাম: ২

শিক্ষক ছাড়াই চলছে নতুন বিষয়ে পাঠদান

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টি দিন

পুরনো নিয়োগবিধিতে চলছে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল। সময়ে সময়ে বেড়েছে পাঠক্রমের পরিধি, যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন বিষয়। কিন্তু পরিবর্তন হয়নি নিয়োগবিধি। ওই নিয়োগবিধির বেড়াজালে আটকে আছে শিক্ষক নিয়োগ। ফলে শিক্ষক ছাড়াই চলছে নতুন নতুন বিষয়ের পাঠদান। বিদ্যমান পদেও নিয়োগ বন্ধ থাকায় বাড়ছে শূন্যপদ।

সরকারি স্কুলে শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আস্থা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি। কিন্তু সরকারি স্কুলে যদি পড়ানোর মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকেন– তাহলে মানের প্রশ্নে আপসহীনতা, শিক্ষার মান উন্নীতকরণ কী করে সম্ভব? মাধ্যমিক স্কুলগুলোয় শিক্ষকদের অবসরগ্রহণ এবং শূন্যপদে যথাসময়ে শিক্ষক নিয়োগ না করায় সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০১২ সাল থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পাঠক্রম পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন বিষয় পড়ানো হচ্ছে। অথচ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি দীর্ঘদিন। এ কারণে জগাখিচুড়ি অবস্থা মাধ্যমিকের লেখাপড়ায়। তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি), শারীরিক শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, চারু ও কারুকলা বিষয়গুলো নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে। সব বিদ্যালয়ে এসব বিষয়ে শিক্ষক নেই। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির মতো মৌলিক বিষয় পড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে।

এসব সমস্যা সামনে রেখে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ১৯ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্মেলন ২০১৬। আমরা আশা করছি, এ সম্মেলনে শিক্ষকরা তাদের প্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশগুলো তুলে ধরবেন। একেক প্রতিষ্ঠান একেক রকম কর্মকৌশল অবলম্বন করে সেগুলো সম্মেলনে উপস্থাপনের মাধ্যমে ছোটখাটো অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমাদের প্রত্যাশা– সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে মাধ্যমিক স্কুলগুলোর শূন্যপদে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। কারণ শিক্ষার মান পড়ে গেলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সংকট তৈরি হবে, এর ফল হবে ভয়াবহ।